মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর

৫৮ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র, ১৪২৭ ❀ সেপ্টেম্বর, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সংগৃহিত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। "স্বরূপেতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৫
৪। শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ের কথা	শ্রীশ্রীগুরুপূজা বাসরে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রদত্ত ভাষণ	৯
৫। রায়রামানন্দ সংবাদ	সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	১২
৬। শ্রীশ্রীগোদ্রুমধামে সপ্তদিবসব্যাপী গৌরকথা আলোচনা	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, কলকাতা	১৩
৮। শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৪
৭। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু পূজা মহোৎসব	সংগ্রাহক—বিচিত্রাঙ্গী দাসী, কলকাতা	১৭
৯। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব	সংগ্রাহক—বিচিত্রাঙ্গী দাসী, কলকাতা	১৮
১০। বাগবাজার মঠে শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীমদ্ভাগবত কথাসপ্তাহ	সংগ্রাহক—শ্রী প্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৮ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র, ১৪২৭ ❀ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সারকথা

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১।৮)

কলিযুগে 'ধর্ম' হয় 'হরিসংকীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—২।২২)

ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৩।৪৮)

কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৫।১০৪)

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৫।১৫১)

অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা ধনে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৭।১৩৭)

যা'র গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তা'রে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৭।১৩৯)

ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
'নম্রতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।৪৫)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কি প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান?

উঃ—হাঁ। আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইহারা দিব্যজ্ঞানাদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব প'ড়েছে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন, আশ্রয়জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।

প্রঃ—হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি কখন হয়?

উঃ—যদি ভাগ্যক্রমে চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ, পর্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হ'য়ে থাকে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর সেবা বা প্রসন্নতা ব্যতীত ভগবৎ-সেবা লাভের আর উপায় নাই।

প্রঃ—পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রলে কি ঠক্‌তে হবে?

উঃ—নিশ্চয়ই। আমরা মনে করি—আমরা গুরুর নিকট মন্ত্র পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই তা'হলে যে পরিমাণে কপটতা কর্‌লাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি।

প্রঃ—জড়াভিনিবেশ হ'তে কে আমাকে রক্ষা কর্‌তে পারেন?

উঃ—শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেবই সংসার-রূপ মৃত্যুর হাত হ'তে আমাদিগকে রক্ষা করেন। কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার কর্‌বো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণবস্তুর সেবা যিনি অনুক্ষণ করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখান গুরু বা কস্‌রৎ শেখান গুরুর কথা বলছি না, তা'রা মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই—সে গুরু গুরু নয়, সে পিতা পিতা নয়, সে মাতা মাতা নয়, সে দেবতা দেবতা নয়, সে স্বজন স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগকে নিত্য-জীবন দিতে না পারেন—এ জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যু-মুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি তা' হ'লে আমরা অচেতন হয়ে যাই। যিনি মৃত্যু হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি কয়েকদিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

প্রঃ—ভগবান্‌কে কিভাবে ডাক্‌তে হবে?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না কর্‌লে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটী কর্‌তে হ'বে, তা কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে বলেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন, কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি, তখন যদি তাঁকে ভৃত্যত্বে পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে চাই, তা' হ'লে তা'তে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না।

(ক্রমশঃ)

"স্বরূপেতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান ঃ- শ্রীবিভূতিভূষণ দেবনাথের বসতবাড়ি (লন্ডন), তাং-৬/১০/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের কৃপায় আজ আমরা শ্রী বিভূতিভূষণ দেবনাথের বসত বাটীতে জীবের একমাত্র প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু কথা শ্রবণ করবার চেষ্টা করছি। ভগবানের কৃপায় জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণ বিমুখ হয়েও কৃষ্ণ উন্মুখ হয়। জীব স্বভাবত কৃষ্ণ ভোলা হয়ে কাল কাটায় কিন্তু এই কৃষ্ণভোলা হওয়ার পিছনে যে আমাদের কোন মতলব আছে বা ইচ্ছা আছে তা নয়। সবাই ভগবানের দিকে এগোচ্ছিলাম, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই ভগবদ্ ভজন শুরু হয়। আমরা মনুষ্য জীবন ধারণ করে এইটুকুই বুঝতে শিখেছি যে ভগবানের ভজন ছাড়া জীবের আর কোন গতি নাই। ভগবান যদি আমাদের কষ্ট দেন তিনি মায়ার দ্বারেই দিয়ে থাকেন, ভগবান নিজে কাউকে কষ্ট দিতে চান না। "স্বরূপেতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—স্বরূপে আমরা সবাই গোলোকের বাসী, কৃষ্ণের সংসারের সংসারী কিন্তু এই কথাটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে প্রতীতি না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের সাধ্য নাই ভগবানের কাছে যাওয়ার।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

সংসার দুঃখ, সংসার সুখ না, বললেন তিনি কেন? দুঃখের কারণ আর একটা দুঃখকে সৃষ্টি করে; সুখের কারণ আবার আর একটা সুখ কে আবাহন করে। সেইজন্য আমাদের সবসময় এই সংসারে এসেছি ব'লে আমরা উন্নত মানুষ হিসেবে গর্ব করতে পারি না কেন না, উচ্চাশার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশা হচ্ছে শ্রীভগবদ্ পাদপদ্ম সেবন; পাদপদ্ম সেবন থেকেই জীবের সৌভাগ্যের উদয় হয়। যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণভজন না করি তাহলে মায়ার সংসারটা ভালো লাগে কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ হলে সেবোন্মুখ হলে সেবা করতে ভালো লাগে। ভক্তরা ঘুরে ঘুরে সেবার সম্পদ বাড়িয়ে চলেছেন। যদি আমরা সেবা করার পথে পথিক হয়ে সেবার সুখে সেবা করি তাহলেই লাভ। আদৌ শ্রীগুরুপদাশ্রয় তারপর ভজনক্রিয়া এসব শুরু হওয়ার থেকেই ভগবানকে ভজন করার রাস্তা সুগম হয়। যতদিন যায় ততোদিন আমরা এই একটা সত্যকে অনুভব করবার চেষ্টা করি। এইটা অনুভব হবে কখন, যখন আমরা অন্য আশা, অন্য কথা, অন্য প্রসঙ্গ ছেড়ে ভগবানকে সার বলে জানতে শিখব। ভগবানের প্রসঙ্গ আর পরিচর্যা দ্বারা এইভাবে জীবন যাপন করা দরকার। ভগবান কে? আমি তো দেখি নাই চিনি নাই কিন্তু শাস্ত্রে দেওয়া এই কথাই শোনা যায় বলা যায় যে, জীবের প্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। 'তুমি প্রভু আমি দাস'— এই সম্বন্ধ যেখানে থাকে না সেখানে ভক্ত থাকার কথা নয়। 'তুমি প্রভু আমি দাস' এই সম্বন্ধ যেখানে স্থির হয়েছে সেখানে ভজনের কথা বেড়েছে, সেখানে ভজনের দ্বারা স্বস্থ হয়ে আমরা স্বাভাবিক জীবনে চলে এসেছি। জীবের কখন যে এই জ্ঞানটা হলো আবার কখন যে এই জ্ঞানের Lost হলো এর একটা বিরাট ইতিহাস আছে।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বর্হির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

কি রকম কথা শুনুন! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ভগবানের সেবনে উল্লাসী না থাকি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা মায়ামোহিত হয়ে থাকি। কৃষ্ণের কৃপায় কেহ গুরু পায়, গুরুর কৃপায় কৃষ্ণ পায়। জীব ভালো করে চিন্তা করে দেখতে পারেন শ্রীগুরুপাদশ্রয় করার পর আমার প্রিয়তম সুন্দর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে সেবার দিকে অনুভব এসেছে কিনা নিজের বুকে হাত দিয়ে বুঝতে পারবেন। এটা যাদের আসে নাই তারা বিশেষ সৌভাগ্যবান বলা যায় না। তাদের সৌভাগ্যকে আরও উপরে উঠানো দরকার যেমন সাধুদের কৃপা ভিক্ষা করে শরণাগত চিত্তে ভগবানের অমোঘ শক্তির ছায়ার দ্বারাই আমরা উঠতে পারি। ভগবানের সাহায্য না পেলে কেউ ভগবদ্ রাজ্যে যেতে পারে না। আমরা নিশ্চিত-রূপে জানি যে মহাপ্রভু এসে জগতে ভগবদ্ সেবা শিক্ষাদান দিয়েছেন। "কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ" ছিল যে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ভগবানের চরণে সমর্পণ করেছেন মহাপ্রভু। মহাপ্রভু বললেন যে "যদি করবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর, ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা দূরে পরিহর ॥" যদ্দিন ভুক্তি মুক্তি বাসনা আমাদের হৃদয়ের অন্তরালে

লুকিয়ে থাকবে ততোকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির ধারে কাছে আমরা যেতে পারি না। ''আগে হয় মুক্ত সর্ব অনর্থ নাশ, তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।'' ''অল্পভাগ্যে দাস কভু না মানেন ভগবান।'' অল্প ভাগ্যের কথা নয় ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করা। ভগবান হচ্ছেন প্রভু এইটা তখন স্বাভাবিক হয়ে যায় যখন আমরা জানতে শিখি—

''শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ-২০।১২০)

ভগবানকে প্রভু না মানলে আমরা তার সেবক হতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ভগবানের দিকে সাম্মুখ্য লাভ করে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এগুলোকে থুৎকার করে এসবের থেকে দূরে চলে আসতে না পারি; তারপরে শুদ্ধভক্তির Criteria-য় আসতে পারি।

''কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥''
''ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ?''
(ভঃ রঃ সিঃ-১।২।২২-পূর্ববিভাগ)

ততক্ষণ ভক্তির taste আমরা পাব না সেইজন্য সবাইকে মহাপ্রভুর শিক্ষা দিয়ে বলা যায় যে,—

''আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥''
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১০৬)

মুক্ত হয় মানে জগতের আবিলতার থেকে মুক্ত হয়, শরীর বন্ধন স্বীকার করার থেকে মুক্ত হয় সেই মুক্ত হলেই তো হয় না ভক্তের কৃপা ছাড়া প্রকৃত মুক্ত হওয়া যায় না। সেজন্য ''আদৌ গুরুপদাশ্রয়'' শিক্ষাদীক্ষা অনুসরণ করার দিকে যখন মতি হয় তখন শুদ্ধভক্তির ধারে কাছে আসা যায়। সেই শুদ্ধভক্তিটা ভগবান জানেন কোথায় কিন্তু ফিরে ফিরে পাচ্ছেন না সবাইকে দেওয়ার জন্য তিনি যেন খুঁজছেন, মহাপ্রভু তাঁর চরণে সবাইকে আকর্ষণ করছেন শুদ্ধভক্তি শিখাবার জন্য। আর সেই শুদ্ধভক্তির দ্বারে আমাদের প্রেমফল লাভ হয়। শুদ্ধভক্তি কাকে বলে?—যখন অন্য দেব দেবীর পূজা ছেড়ে অন্য কোন অভিলাষ ছেড়ে কেবল ভগবদ্ পাদপদ্মের সেবা করব। তখন তাকে শুদ্ধভক্তি বলে। ''আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ-নাশ। তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।'' দাস পদবীটা ছোট কথা নয় আবার সর্বনিম্নস্তরেরও কথা নয়। সর্বউচ্চস্তরের কথা হচ্ছে দাস। দাস অভিমান নিয়ে ব্রহ্মাশিবাদি সকলেই পাগল, আমাদের ভগবানের দাসত্ব ফিরে পেলে মায়ার দাসত্ব কেটে যায়।

মায়ার দাসত্ব তো উল্টোপাল্টা যেকোন ভাবে আসতে পারে যদি আমাদের অনর্থ থাকে। ভগবানের যারা পূজক বা সেবক, ভক্তিপরায়ণ যারা—তারা শুদ্ধভক্তি ছাড়া অন্যকিছু চায় না। অন্য পূজা, অন্য দেবতার আরাধনা তাদের কাছে তুচ্ছ। আমরা অনাদিকাল সংসার ভোগ করতে করতে যখন সাধুসঙ্গের Criteria-য় আসি তখন আমরা এই ভাবটা এই চেতনাটা Culture করতে পারি। মনুষ্য জীবন কিন্তু খুব অল্প দিনের; যতই বড়ো বড় করে ভাবি না কেন, ৮৪ লক্ষ জন্মের মধ্যে ৪ লক্ষ মনুষ্য জন্ম পাই আমরা। সাঁওতাল, কোল, ভীল-জন্ম এদের মানুষের মতো দেহ, মানুষের মত বুদ্ধি; কিন্তু এরা মানুষ হতে পারেনি। তারা বিভিন্নভাবে খাদ্যাখাদ্যের difference এ আলাদা হয়ে আছে। কিন্তু এই আলাদা অবস্থা থেকে রেহাই নিয়ে ভগবানের ভজন করবে কখন? শাস্ত্রে বলছে যে— ''ভ্রমিতে সংসার বনে কভু দৈব সংঘটনে'' যদি কোন দৈব সংঘটনে আমরা মনুষ্যদেহ পাই তবে সে জন্মে কৃষ্ণগুন গাওয়ার কুশলতা আসলে তখন সে শুদ্ধ হয়। ভজিতে ভজিতে যদি কৃষ্ণ কৃপা করেন—এইরকম কথা, সে মনুষ্য জন্ম থেকেই হরিভক্তি Start করে সাধুর কৃপা, গুরুর কৃপা, বৈষ্ণবগণের কৃপা না হলে ভোগান্তির আর শেষ নাই।

''তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
:মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ-২২।২৫)

আমরা যখন সংসার ভোগ করতে করতে আর খুব উচ্ছাসের সঙ্গে সংসার ভোগ না করে খুব negative way তে সংসার ভোগ করে অর্থাৎ Positive আর্তি নিয়ে সে যখন ভগবানকে ধরবার চেষ্টা করে। সে চেষ্টাটাই হচ্ছে তার পক্ষে মঙ্গলদায়ক। গৌড়ীয় মিশন আমাদের কি করছেন? ঘোষণা করছেন যে কথাটা আমাদের যখন দরকার সে কথাটাই ঘোষণা করছেন। সেটা কি?

''তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

—মায়াজাল ছুটে মানে মায়ার Octopass থেকে বেরোবার সুযোগ আসে তখন।

''কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহারে করিবে ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥''

সৎকর্মী অথবা জ্ঞানী কিন্তু দুটো অবস্থায় অনর্থ প্রসব করে সেইজন্য এই দুই অবস্থা থেকে উন্নত হতে হবে, হয়ে ভগবানের ভাবময় জীবন যাদের হয়েছে সেই ভাবময় জীবন নিয়ে নতুন উদ্যমে কাল কাটাতে হবে আমাদের। যদি আমরা ভাবি যে আমরা মুক্ত হয়ে গেছি—

''জ্ঞানী মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥''

আমাদের সম্বন্ধটা সাচ্চা করে হয় নাই। এরকম ভ্রমণ করতে করতে যখন আমাদের সাধুসঙ্গ হবে। মানে সংসার দশা ক্ষয় হবে আগে, না সাধুসঙ্গ হবে আগে? এটা একটা জীবগোস্বামীপাদ clarify করেছেন। আগে সংসারদশা মুক্ত হওয়ার সময় আসলে ভক্তসঙ্গরস আবির্ভাব হয় এর কারণ হচ্ছে ভক্তসঙ্গরস। **ভক্তসঙ্গে ভগবানের নাম গুণ গাওয়া হচ্ছে সবচেয়ে উচ্চাঙ্গের কথা।** যেদিকে যা দেখছি সকলেই ভক্তসঙ্গ করে ভগবানের দিকে যাওয়ার জন্য লালায়িত বা চেষ্টান্বিত। সেটা লালসা প্রধান হলে ভালো হয় কেন না, **লালসা প্রধান অবস্থা থেকে পেরিয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু আমরা যদি লালসা প্রধান না থাকি তাতে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারে গিয়েও ফিরে আসতে পারি কেন,—**

''তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥'' —কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে আর তখন বিলম্ব থাকে না। মোটামুটি কথার সারাৎসার করে বললে সাধুসঙ্গ Positive way তে হবে, সংসার চক্র পরিভ্রমণ করতে করতে তার সাধুসঙ্গ আগে হবে তারপর ভক্তি করতে করতে ভগবানের পাদপদ্ম পাবে। আমরা বিধুবাবুর ঘরে এসে খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি আর এখানে যারা ভক্তরা বসে আছেন তাদের কৃতজ্ঞতা প্রশংসনীয়। তারা তো মৎসরতা না নিয়ে শুদ্ধভক্তি যাজন করবার জন্য লালায়িত বা চেষ্টান্বিত। **ভগবান তাদেরই কৃপা করেন যারা কৃপার অধিকারী, যারা কৃপাটা চায়, অর্থাৎ Deserving Candidates, Deserving Candidate না হলে ভগবানকে কখনও পেতে পারে না।** ''তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ''। এই একটা কথাই সার, মহাপ্রভুর ভজন মহাপ্রভুর হওয়া এটাই জগতের পক্ষে Challenge ভক্তের কাছে সেটাই জীবন। জগতের লোক খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, জগতের কিছু charm আছে সেটা খোঁজে কিন্তু ভক্তিকে কেউ খোঁজে না। ভগবানকে সেজন্য বলা হয়েছে ভক্ত ভক্তিমান, ভগবানও ভক্তকে ভক্তি করেন। ''কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ ॥'' সেজন্য ভগবানের কাছে যেতে গেলে আমি ভগবানের যদি হতে পারি তাহলে কিস্তিমাত, **আমরা সকলে ভগবানের হই না এজন্যই ভগবানকে পাই না। ভগবানের হলে ভগবান তখন কৃপারজ্জু নামিয়ে তাকে সংসার থেকে উঠিয়ে নেন।** ভগবান কুতুকী, কৌতুক জানেন কিন্তু জীব কুতুকী হতে পারে না যতক্ষণ স্বাদ আস্বাদন মনে প্রাণে না করতে পারে। জগতের কতকিছু রয়েছে উত্থান পতন, লাভ লোকসান এবং ভক্তি ইতর বাসনা সেগুলো যদি না থাকে তাহলে মায়ারে পিছন করি কৃষ্ণ পানে চাইতে পারে। মায়াকে পিছন করার ক্ষমতা জীবের নাই বদ্ধ ভূমিকায়, কিন্তু—

''কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪-১৫)

এই ক্রমের মধ্যে আমরা পড়ছি। আমরা ভাবছি আমরা পারব কি পারব না কিন্তু ভক্তি সকলেই করতে পারেন, ভক্তি সকলেই লাভ করতে পারেন এবং ভক্তির পরাক্রম জীবকে গোলক বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে পারে। আমরা যেন কোন সময় হতাশ না হই।

''সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৯)

জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন এইভাবে মহাপ্রভু যে নদীর প্রবাহে কত কাঠখড় ভেসে যায় কিন্তু সকলে উপরের দিকে আসতে পারে না, ভগবানের কৃপা-বাতাসটা যখন আসে তখন সেই কাঠ খড়কে উঠিয়ে দিয়ে চলে যায় তেমনি সংসার চক্র থেকে বের করে আমাদের ভগবদ্ পাদপদ্মের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ভগবানের কৃপাই এসব করায়। আমাদের সৌভাগ্য বশে ভারতভূমিতে জন্ম হয়েছে কারও কারও কিন্তু

অল্প ভাগ্যবশে যাদের London-এ বাস হয়েছে, লন্ডন টা একটা বিষাক্ত জায়গা, Pollution, air Pollution নয়, চিত্তবৃত্তিতে তমগুণ আশ্রিতের চাপ লেগে যায়। তমগুণ রজঃগুণ সত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকলে ভগবানের হওয়া যায় না। আমরা যদি আত্মার আত্মীয় হয়ে ভগবানের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়ে যদি ভগবানকে একান্তভাবে ভজন করার আশা পোষণ করি সে আশা পোষণের দ্বারাই সে লুব্ধ হয়ে ভগবদ্ সংসারে প্রবিষ্ট হতে পারে, অন্যথায় নয়।

''ভজিতে ভজিতে যদি কৃষ্ণ কৃপা করে''—ভজন করতে করতে কৃষ্ণ কৃপার অধীন হই তাহলে আমাদের সৌভাগ্য উদয়ের সম্ভাবনা আছে, ভক্ত ব'লে খ্যাতিলাভ করার সম্ভাবনা আছে। সকলেই কৃষ্ণের সেবায় রতি মতি চায়; এই দুর্ল্লভ ভক্তিটা আসে কোথা থেকে?—আসে কৃষ্ণভক্তের সেবা সান্নিধ্য পেলে। এখন এককথায় আমরা বলতে পারি যে—

''কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধু সঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৩)

মহাপ্রভু বলছেন—কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় ভক্তের সেবা করা। যখন কৃষ্ণভক্তি লাভ করে তখনও কৃষ্ণসেবার দরকার হয়। কৃষ্ণসেবা লাভ হয় কেমন করে? ভক্তসঙ্গের প্রীতিলাভ করে। সেবা সম্বন্ধটা কি করে স্থাপন করবে?—কৃষ্ণভক্তি পায় তখনও তার ভক্তসঙ্গ দরকার। এই যে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি ভক্তের পিছু নিয়ে ভগবানের কথা শুনবার জন্য সেই ভগবানের কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণের চরণে রতি মতি লাভ হবে এবং এই মতিটা প্রহ্লাদ মহারাজ ঘোষণা করে বলেছিলেন তার বাবার কাছে যে—

''মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥'' (ভাঃ ৭।৫।৩০)

এই যে ভগবানে দুর্লভ মতিটা সহজেই পাওয়া যায় না, কেন পাওয়া যায় না? আমরা কৃষ্ণে মতিহীন লোকেদের সঙ্গে এই ভববনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঘুরতে ঘুরতে সংসার বন্ধন কাটছে কিন্তু শরীররূপ সংসার আছে। এই সংসারে আটক থাকার দরুন কৃষ্ণভক্তিটা আনা সহজ হয় না। 'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা, মানে নিজেদের চেষ্টায় বা পরের মিলিত চেষ্টায় আসে না। একদিকে বলছেন যে কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় ভক্তসঙ্গ আবার বলছেন যে এদের সঙ্গে ভক্তিটা আসে না যদি মূলে কারও কৃষ্ণভক্তি না থাকে। মূলে যার কৃষ্ণভক্তি আছে সে কৃষ্ণভক্তি যাজন করতে পারে এবং সে অপরকে রাস্তা দেখাতে পারে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে পুনরায় ভগবানের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, এই হলো রস। ''মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা, মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম''—কেন আমরা দেহগেহকে ব্রত করেছি, খোঁটা করেছি, দেহরূপ গেহে বদ্ধতা স্বীকার করে ভক্তি করছি এটাই হচ্ছে 'না' হওয়ার কারণ। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ' কিন্তু কৃষ্ণভক্তির জন্মমূলরূপ ক'জন? Fanatic world-এর চাক্‌চিক্য স্পর্শ করতে পারে না যদি আমরা ভগবানের চিন্তন, ভগবানের আরাধন, ভগবানের প্রতি শরণাগত চিত্তে না করি। যারা ভগবানের সেবার জন্য অপেক্ষা করে তাদেরই শুধু ভক্তি হয় অন্যলোকের ভক্তি হবে না। ভক্তি সুদুর্ল্লভ জিনিস। মনুষ্য জীবন দুর্লভ কিন্তু মনুষ্য জীবনের মধ্যে সাধুসঙ্গ আরও দুর্ল্লভ এবং আবশ্যক। ভক্তি সুদুর্ল্লভ কিন্তু ভক্তসঙ্গ আরও সুদুর্ল্লভ। সেজন্য ভক্তসঙ্গের চতুরতা না থাকলে ভগবানে ভক্তি লাভ করা যায় না।

''যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে তো জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ ॥''
(চৈঃ চঃ অঃ-৫।১৩১-১৩২)

দুঃখ ও তাপত্রয় এ সংসারে সব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিদৈবিক তাপটা কি? — দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত তাপ। এই জগতে সব ঠিক আছে হঠাৎ অনাবৃষ্টি হয়ে গেল এটা দেবতা কর্তৃক তাপ। ভূতের দ্বারা তাপ যেমন চলছি Accident হয়ে গেল বা কোন জীবের দ্বারা আক্রান্ত হলো, রাস্তায় চলছি কুকুর কামড়ে দিল বা আমার গাড়ী ঠিক চলছে কিন্তু অন্যের গাড়ী এসে ধাক্কা মারল একটা accident হয়ে গেল এগুলো হলো আধিভৌতিক তাপ, অন্য জীবের থেকে তাপ। জীব ত্রিতাপ ভোগ করবে কিন্তু এর থেকে মুক্ত না হলে ভগবানের কাছে যেতে পারি না। মানুষের দুঃখের শেষ নাই, মানুষ সুখ খুঁজে বেড়ায় কিন্তু তার ঘরে দুঃখ এসে বাসা বাঁধে। সুখ দুঃখ

এদুটো হচ্ছে আগন্তুক ব্যাপার। মানুষের জীবনে সার্থকতা নাই। শ্রীগর্ভস্তুতিতে বলেছে—এ বৃক্ষের দুটো ফল সুখ আর দুঃখ। সুখ চাইলে দুঃখ দেয় দুঃখ চাইলে সুখ আসে সেজন্য আমাদের কোনক্রমে ভগবানের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন আরাম বিরাম না চেয়ে ভগবানে ভক্তি চাওয়া দরকার।

''তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥'' (ভাঃ ১০।১৪।৮)

ব্রহ্মা স্তুতি করছেন ভগবানে, 'তত্তে অনুকম্পাং'' মানে যা আমরা পেয়েছি সব ভগবানের অনুকম্পা মনে করবেন, যতটা দুঃখ পেয়েছি তাও অনুকম্পা যতটা সুখ পেয়েছি সেও অনুকম্পা এবং 'তত্তে অনুকম্পাং সুসমীক্ষমানো'—মানে এগুলোকে সমানে সহন করতে হবে, জানতে হবে এগুলো স্বাভাবিক, কোন অস্বাভাবিক নয়, ''ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং'' এগুলো আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে কর্মের বিপাকে পড়ে গিয়ে। সেইজন্য বিপাকগ্রস্ত অবস্থায় আমরা সংসারে পরিপাকের মধ্যে পড়ে গেছি, সেইজন্য ব্রহ্মা বলছেন—'তত্তেঽনুকম্পাং' অর্থাৎ ভগবান তোমার অনুকম্পা বলে জানব।

'সুসমীক্ষমানো'—নিরাভিমানে সমানে ভোগ করছি 'ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং'—এটা ভোগ করে এর থেকে উদ্ধার হবে কি করে?—''হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্''— হৃদয় বাক্য মন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করবে, প্রণাম করে তোমাতে আকৃষ্ট হয়ে কেবল ভগবানে নতি স্তুতি এসব নিয়ে থাকবে। কর্মের বিপাকে আমরা পড়ে গিয়েছি সেইজন্য দেহদেহী ভাবকে প্রশমিত করে ভগবদ্ ভাবময় জীবন যাপন করা দরকার। হৃদ্ বাক্য মন দিয়ে তোমায় নমস্কার করবে। সংসারে যেমন কষ্টটা সহন করবে তেমন হৃদ্‌বাক্যমন দিয়ে তোমাকে প্রণামও করবে। হৃদয় দিয়ে আমরা প্রণাম করব, বাক্য দিয়ে স্তব স্তুতি মহিমা ভগবানকে শুনিয়ে 'বিদধন্নমস্তে' এই ভাবে যারা বেঁচে থাকে 'জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্'—মুক্তিপদে মানে ভগবানের চরণে রয়েছে মুক্তি, তা আর খুঁজতে যেতে হয় না। ভগবানের কৃপা হলে তখন সে এইভাবে জীবনটাকে সুন্দর সংরক্ষিত করে স্বাস্থ্য বর্ধক করে ভগবানের পাদপদ্ম যেটা আমরা ভুলে গেছি প্রায় সেটা আবার লাভ করা যায়। আপনাদের ঘরটা এমন জায়গা যে সব জায়গা থেকে লোক আসতে পারে, সবাই ভক্তির কথা আলোচনা করে লাভ কুড়োতে পারে। লাভ কুড়ানো, লাভ কুড়িয়ে দেওয়া এটাও ভক্তির একটা অঙ্গ। সেজন্য আমরা যেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে এসব কথা বুঝে নিয়ে ভক্তির সুগম রাস্তায় যেন যেতে পারি, এটা আমরা ভক্তসঙ্গে প্রার্থনা করি। ❑

শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ের কথা

শ্রীশ্রীগুরুপূজা বাসরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তাং-০৮-০৮-২০২০

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা করে অদ্য বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা বাসরে কিছু হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

আজ আমার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যে উৎসব, যে কথার আলোচনা সবই কৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত হোক্ প্রার্থনা করি। আজ থেকে কিছুদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞানলাভের পরেই সদ্‌গুরুর সন্নিধানে এসে সদ্‌গুরুর দর্শন পেয়ে মায়ার আবরণ, মোহজাল দূরীভুত হল, কেটে গেল। শ্রীল গুরুমহারাজের দর্শন এবং কৃপা লাভে পারমার্থিক পথের যাত্রা শুরু হলো, খুব ভাগ্যবান মনে হল নিজেকে। মায়িক জীবনের, ভোগময় জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে হল না। ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তের দর্শন পেয়ে কৃষ্ণভজনের রাস্তা পেলাম, কৃষ্ণসেবার সুযোগ পেলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কথা, শ্রীল সূতগোস্বামী পাদ বলছেন— ''স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।''

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম উপদেশ অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি করো, সেটাই প্রত্যেক জীবের একমাত্র কর্তব্য, শ্রেষ্ঠধর্ম, পরোধর্ম্মো। সেই প্রসঙ্গেই শ্রীল সূতগোস্বামীপাদ বললেন, 'সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্' হরির আরাধনা, হরির সন্তোষবিধান সেটা অন্য শতপ্রকার জ্ঞানের ফল, কর্মের ফল,

ভক্তির ফল সবকিছুকে ক্রোড়ীভূত করে রেখেছে। পরমুহূর্তেই শ্রীল সূতগোস্বামীপাদ বললেন—

''তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥''

(ভাঃ ১।২।১৪)

'তস্মাদ্'—এই হেতু। যেহেতু হরিসেবা; হরিভজন সমস্ত কর্তব্যকে ক্রোড়ীভূত করে থাকে, সেহেতু এটাই শেষ কথা। যেহেতু অন্যান্য সকল প্রকার কর্তব্যরূপ কর্ম এর মধ্যে Include রয়েছে। অতএব একমনে সেই 'সাত্বতাং পতি' ভগবান তাঁর কথা শোনা উচিত, 'শ্রোতব্য' কীর্ত্তিতব্য—তাঁর কথাই কীর্তন করা উচিত, 'ধ্যেয়'—তাঁরই স্মরণ করা উচিত, 'পূজ্যশ্চ নিত্যদা'—তাঁরই পূজো করা উচিত। এটা ভাগবতের প্রথমেই এই declearation, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হরিভজন, হরির কথা শ্রবণ, হরির কথা কীর্তন, হরির স্মরণ, হরির পূজন। ভাগবতের এই যে সার কথা জীবনের প্রথমভাগে শুনলাম। সেই কৈশোর অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত যে যাত্রা, এই যাত্রায় মধ্যে কতপ্রকার অসুবিধা, কতপ্রকার ঝঞ্ঝাট, কতপ্রকার দুঃখ, অশান্তি সব হরিসেবার অনুরোধে পেরিয়ে এলাম, Cross করলাম। এর পেছনে কারণ কি? ভাগবতের বাণী আচরণ করবার জন্য, ভাগবতের বাণী জীবনে ধারণ করবার জন্য। কিন্তু একে ধারণ করাবে কে? ভাগবতের বাণীকে আচরণ করাবে কে? যদি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যায় যাঁরা মহাভাগবত গুরু তারাই এর পিছনে কারণ। আজকে শ্রীগুরুপূজা। হরিপূজনীয়, তারমধ্যে শ্রীগুরুপূজা করা হচ্ছে। গুরু কি পূজা নিতে পারেন? শ্রীগুরুপূজা কি আমরা করতে পারি? যদি প্রশ্ন হয় এইরকম কথা, খুব critical প্রশ্ন। যেখানে হরি আরাধ্য। যেখানে হরি 'পূজ্যশ্চ নিত্যদা'। সেখানে শ্রীগুরুপূজার এত আড়ম্বর কেন? একটা মানুষ দেহধারী—এরকম একটা শ্রীগুরুতত্ত্বকে কেন পূজা করা হয়? তাতে কি হরি সন্তুষ্ট হন? ভাগবত বলছেন হরি সন্তুষ্ট হন। হরি শুধু সন্তুষ্ট হন না, হরি আরাধনার এটাই Process। আগে শ্রীগুরুকে পূজা কর, তারপর তুমি শুদ্ধ হয়ে, পবিত্র হয়ে গুরুর কৃপা নিয়ে তুমি হরিকে পূজো কর। এইসব কথা জানতে পারলাম যখন গুরুর গুরুত্ব, গুরুর মহিমা জানতে পারলাম। তখন গুরুর শক্তি উপলব্ধি করলাম। যখন গুরু পারমার্থিক জীবনে পিতামাতার মত স্নেহ করে পালন করেন এটা বুঝলাম। তখন আমার অহমিকা, আমার আমিত্ব, আমার যোগ্যতার গর্ব সবকিছুই ছাই হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। দেখা গেল হরিই হরির পূজা করছেন। কি আশ্চর্য্য! এখানে হরিই হরির পূজা করছেন? হরিকে পূজো কিভাবে করতে হয় শিখাবার জন্য, হরিই গুরুমূর্ত্তিতে এসে তিনিই আবার জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। দেখ—এইভাবে আরতি করতে হয়। এইভাবে তাঁর গুণ গাইতে হয়। এভাবে তাঁর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। এভাবে তাঁর জন্য Life dedicate করতে হয়। এভাবে জীবনের সর্বস্ব দিতে হয়। ভগবান স্বয়ং গুরুরূপে এসে আমাকে বলবেন শিক্ষা দেবেন। অতএব গুরুপূজা শিষ্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। গুরুদেবের আরাধনা, ভগবৎ আরাধনা। আজকে আমার জন্মদিন এভাবে পালিত হবে জীবনের পূর্বভাগে কোনদিন চিন্তা করেছিলাম? কিন্তু এটাই বিধি, এটাই নিয়ম। **তুমি যদি গুরুকে ভালবাসতে পারো, তুমি যদি গুরুকে ঠিক ঠিক সেবা করতে পারো তোমাকেই গুরু হতে হবে। তোমাকেই তিনি কান ধরে গুরুর আসনে বসিয়ে দেবেন। তুমি যতদিন সুন্দর ভাবে ওনার পূজো করেছো, তোমায় মাধ্যমে আমরা পূজো নেব। তুমি বসো এখানে। এই নিয়ম ভক্তিরাজ্যের নিয়ম এখানে। এ নিয়ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আর কোন পথ নেই।** স্বভাববশতঃ কাজ করা, স্বভাববশতঃ দ্রুত কাজ করা, স্বভাববশতঃ নিজের দোষ দেখা, অন্যের দোষকে সংশোধন করা, স্বভাববশতঃ অন্যকে শাসন করা—এগুলো তো আপনারা সকলেই জানেন। কেউ খুশি হয়েছেন, আবার কেউ বিরক্ত হয়েছেন। এগুলো স্বভাবের কথা। কিন্তু এতসব স্বভাব, খারাপ স্বভাব, ভালোমন্দ স্বভাব জগতের বিচারে, এই সব ভাল-মন্দ স্বভাবকে নিয়ে গুরুর চরণে যখন এলাম তখন বুঝতে পারি নাই যে শ্রীগুরুদেব এই কৃষ্ণলোকের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। এটা এত সহজ ছিল তখন তা বুঝতে পারি নাই।

বিয়াল্লিশ বছর কেটে গেল! বুঝতে দিল না যে, কিভাবে জীবনটা কাটল। এখন আপনারা শ্রীগুরুপূজা করছেন, শ্রীগুরুপূজা করবেন, শ্রীগুরুদেবও আপনাদের পূজো করবে, কারণ যারা শ্রীগুরু সান্নিধ্যে আসেন, শ্রীগুরুর আনুগত্য করেন তারাও পূজ্য। শ্রীগুরুদেব তাদেরকেও আরতি করেন, প্রণাম করেন। এ এক অদ্ভুত নিয়ম। এ নিয়মের বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। আপনারা আমাকে দণ্ডবৎ করবেন,

আমাকেও কষ্ট করে আপনাদের দন্ডবৎ করতে হচ্ছে। এ অদ্ভুত নিয়ম ভক্তিরাজ্যে।

আজকে পরিবেশ ভালো। ভগবান দয়াময়, তিনি প্রতিকুল পরিবেশ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবে আমার জন্মদিন যদি হয়, আমাকে যদি আপনাদের পূজো নিতে হয়। আমাকে যদি আপনাদের Gift বা অর্থ নিতে হয়, প্রণাম নিতে হয় তাহলে আমাকেও কিছু দিতে হয়। কি দেব? সারাজীবন তো আপনাদেরকে গুঁতো দিয়েছি, শাসন দন্ড দেখিয়েছি।

''সেইসব কর্মফল, পেয়ে অবসর বল।
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥''

অন্যকে দন্ড দিয়ে যে দণ্ড পেতে হয় না—এতো শাস্ত্রে লেখা নেই। কারণে অকারণে ভাল করবার জন্য বা মন্দভাবযুক্ত হয়ে শাসন করা হয়েছে। আমাকেও শাসিত হতে হবে, যাঁতাকলের মধ্যে আমাকে পড়তে হবে। এ সবকিছুর মধ্যে আপনারা আজকে যা কিছু দেবেন বা দিচ্ছেন আপনাদেরকেও আমাকে কিছু দিতে হবে। কি দিয়ে আপনাদেরকে আমি সন্তুষ্ট করব বা কি দিলে আমার গুরুবর্গ সন্তুষ্ট হবেন সেটা খুব সহজ কথা। সেটা চিন্তা করতে কোন বিশেষ কষ্ট হয় না। আপনাকে যদি আমি মন্দির মার্জন করা শেখাই। আপনাকে যদি আমি শুদ্ধভাবে হরিনাম করতে উপদেশ দিই, শেখাই। আপনাকে যদি আমি শুদ্ধভাবে হরিনাম করতে উপদেশ দিই। আপনাকে যদি আমি জয়বন্দনা মুখস্থ করবার জন্য Pressure দিই। আপনাদের গ্রন্থ অনুশীলন করার জন্য, স্তবস্তুতি পাঠ করার জন্য পিছনে লেগে থাকি—এটাই তো আমার সেবা আপনাদের কিছু দেওয়া। অতএব এই দেওয়া নেওয়ার যে খেলাময় এই ভক্তিরাজ্য! খুব সুন্দর balance রয়েছে। আমার জন্মদিনে আমার পূজো করলেন, আমার প্রশস্তি গাইলেন। এবার আমার আশীর্বাদ চাইছেন। আমি আপনাদের কাছে, পরমপিতা ঈশ্বরের কাছে, গুরুবর্গের কাছে আপনাদের প্রত্যেকের ভজন উন্নতি চাই। মিশন একটা শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছক। ভগবানের কাছে নাটক করবার কোন জায়গা নেই। আপনি আজকে আমার সামনে আছেন। এমন ভক্ত রয়েছে লন্ডনে, আমেরিকায়, বাংলাদেশে, কানাডায় বসে রয়েছে, তারাও শুনছেন। আজ এই মহামারীর দিনে আপনারা এত সংখ্যায় এসেছেন তাও চিন্তা করতে পারি নাই। আপনাদের থেকে বহুসংখ্যায় বাড়িতে রয়েছেন যারা সকলের কাছে অনুরোধ করি, সকলকে উপদেশ করি, সকলের শুভ চিন্তক হই। সকলে আপনারা ভজন করুন। সময় নেই, নাটক করবার, ছলনা করবার সময় নেই। আমাদের গুরুবর্গ কেউ চুপ করে থেকেছেন, কেউ হুঙ্কার করেছেন, কেউ সুস্থ থেকেছেন, কেউ অসুস্থলীলা করেছেন। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে তারাই বলাচ্ছেন, তুমি ফাঁকি দিও না। তুমি ফাঁকে পড়ো না। তুমি ব্রহ্মচারী হও, আর তুমি সন্ন্যাসী হও, **তুমি President হও, আর তুমি Secretary হও, তুমি গৃহী ভক্ত হও, বা তুমি ত্যাগী ভক্ত হও, তুমি স্ত্রী ভক্ত হও বা পুরুষ ভক্ত হও, দরিদ্র হও অথবা ধনী হও—গৌড়ীয় মঠে আসার জন্য তোমার একটাই কর্তব্য তোমাকে হরিতোষণ করতে হবে।** শুদ্ধভাবে হরিনাম জপ করতে হবে। জয় বন্দনা মুখস্থ করতেই হবে, যদি না করো ঈশ্বরের কাছে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। গুরুবর্গের কাছে ফাঁকি দিচ্ছো তুমি ফাঁকে পড়বে। শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়তে হবে, মঠের বাসন মাজতে হবে, মঠে এসে ঝাড়ু দেওয়া সেবা করতেই হবে তা তুমি যত বড়ই ভক্ত হও না কেন। যদি না কর তুমি ফাঁকে পড়বে। তোমাকে গুরুবর্গের সঙ্গ করতে হবে, নিরন্তর শাস্ত্র অনুশীলন করতে হবে, ধামে আসতে হবে, শ্রীভক্তিপত্র পড়তে হবে, স্তবস্তুতি এবং ভগবানের গুণগান করতেই হবে। এর দ্বারা তোমার জীবন সার্থক হবে। যত কঠিন হোক, এটা আমার ইচ্ছা, এটা গুরুবর্গের ইচ্ছা।

শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের মহিমা, গৌড়ীয় গুরুবর্গের মহিমা, কৃষ্ণভক্তের মহিমা যেখানেই আলোচিত হয় সেই স্থান পবিত্র। সেই স্থানে চিন্ময় পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং আমরা প্রত্যেকে যারা সেখানে উপস্থিত থাকি প্রত্যেকের ভজন জীবনের উন্নতিকারক। হরিসেবার অনুরোধে আমাদের শ্রীগুরুপদাশ্রয় করতে হয়েছে। আমরা জানি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে এসে আমরা ভক্তিজীবন লাভ করেছি, হরিসেবার সৌভাগ্য পেয়েছি। এই যে গুরুতত্ত্ব ভগবান এবং আমার মধ্যে বিরাজমান কৃপামূর্তি, এই যে একটা মাধ্যম—এই তত্ত্বের আরাধনা কোনো অংশে কম নয়। ভগবানের আরাধনার অঙ্গ হিসাবে শ্রীগুরু আরাধনা। শ্রীগুরুপূজা ভগবানের আরাধনা বা তাঁর পূজাকে ক্রোড়ীভূত করে রেখেছে। যারা এই সংসারে মায়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়েছেন। যারা এই

সংসারের অসারত্ব বোধ করে গৌড়ীয় গুরুবর্গের পাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন। গৌড়ীয় মিশনের পবিত্র ধারায় যারা আসতে পেয়েছেন তারা ভাগ্যবান। গৌড়ীয় মিশন শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান। হরিসেবা বা হরিচর্চ্চা বা হরি আরাধনার স্থান। Ultimate আমরা নিত্যহরিসেবা প্রাপ্তি আশা করে এই মিশনে প্রবেশ করেছি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য থেকে কোনভাবে বিস্মৃত না হই। আজকে এই মহামারীর মধ্যেও যারা কষ্ট করে এসেছেন বা যারা আসতে পারেন নি এবং যারা বিভিন্নভাবে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তাদের সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা, সময় নষ্ট করবেন না। আমাদের জীবনের সময় খুব অল্প এবং সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ভাগ্য যে, আমরা উত্তম ধারা, উত্তম স্থান, উত্তম গুরুবর্গের আশ্রয় করতে পেরেছি। তাই নিজেকে উত্তম করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ নেই। ভজনে পরিপাটীকে সুষ্ঠুভাবে পালন করে নিজের জীবনকে উত্তম স্তরে নিয়ে যাবেন সকলের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

রায়রামানন্দ সংবাদ

(বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ইষ্টগোষ্ঠী কথা হইতে সংগৃহিত)

বক্তাঃ- ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, সভাপতি ও আচার্য্য, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক ঃ- ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা। তাং-এপ্রিল, ২০২০

(ক) স্বধর্মাচরণ

১। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন অর্থাৎ ভগবানের আদেশ পালন রূপ ধর্ম বা ভক্তি।

২। ফলাভিসন্ধানযুক্ত কর্ম ও ভুক্তি অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সুখ লাভই উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইহা সকাম পুণ্যকর্ম।

৩। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জড়ধর্ম্ম বিশেষ হওয়ায় ভগবানের সেবা বাসনা নাই।

(খ) কৃষ্ণে কর্মাপণ

১। ফলাভিসন্ধানরূপ স্বধর্ম হলেও পাপ পুণ্য বিচার যুক্ত কর্মফলের অর্পণ ধর্ম রয়েছে।

২। বেদবিহিত কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ অর্থাৎ কর্মাপণ। এটি ভক্তি নয় ঠিকই কিন্তু ভক্তিতে যাবার সোপান স্বরূপ, অর্থাৎ এটি নিষ্কাম পুণ্যকর্ম।

৩। শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্তটি হল সর্বপ্রথমেই আত্মসমর্পণ তারপর ক্রিয়া, কিন্তু এখানে প্রথমেই ক্রিয়া তারপর অর্পণ হওয়ায় ইহা শুদ্ধ ভক্তি নয়।
এই প্রথম দুটি সাধ্যের গতি **ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।**

(গ) স্বধর্ম ত্যাগ

১। ইহা দোষগুণ বিচারযুক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন হওয়ায় কর্ত্তব্য বুদ্ধি চালিত, এতে কর্মমিশ্রাভক্তি, আরোপসিদ্ধা ভক্তির আভাস রয়েছে।

২। ফল—জড়বিরক্ত ও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ মুক্তি। এর গতি বিরজা পর্যন্ত।

৩। বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ পূর্বক বিষয়াসক্তি নাশ তথা বৈরাগ্যের কথা রয়েছে।

(ঘ) জ্ঞানমিশ্রাভক্তি

১। সাধকের শুদ্ধচিৎরূপ প্রাপ্তির কথা থাকলেও সবিশেষ তত্ত্বের সম্বন্ধ নাই। ভগবানের নির্বিশেষ স্বরূপে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা অধিক।

২। নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুশীলন বা সাযুজ্য মুক্তিলাভের কথা রয়েছে।

৩। এটি জ্ঞানমিশ্রা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি নামে পরিচিত। উপরিউক্ত চারটি সাধ্য নির্ণয়ে **বাস্তব বস্তুর অনুশীলন রূপ শুদ্ধভক্তির কথা** না থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু একে বাহ্য বললেন।

(ঙ) জ্ঞানশূন্যাভক্তি

১। এখান থেকেই শুদ্ধভক্তির সাধন শুরু হয়।

২। এখানে শরণাগতি, সাধুসঙ্গের মুখ্যতা ও হরিপ্রসঙ্গের কথা রয়েছে।

৩। এখানে শ্রবণ-কীর্ত্তনমূলা সাধনের কথা থাকলেও সাধ্যবস্তু নির্ণীত হয় না বা প্রেমময় আত্মসম্বন্ধ দেখা যায় না।
এই জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে মহাপ্রভুর **'এহো হয়'** বললেন। কারণ—এতে সেব্য-সেবক ভাব বিকাশের ও সেবা বাসনার অনুকূল বিচার রয়েছে।

(চ) প্রেমভক্তি

১। এখান থেকে গৌড়ীয়দের সাধ্য নির্ণয় শুরু কারণ এখানে প্রেমসেবা রয়েছে।

২। এটি সাধ্য বস্তু। শ্রদ্ধামুলক বিধি ও লোভমূলা রাগ —দ্বিবিধ ভক্তির কথাই রয়েছে। যা প্রথম অবস্থায় শান্তভক্তি নামে পরিচিত, তাতে কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা বা ইষ্টে নিষ্ঠা রয়েছে।

৩। এখানে ইষ্টেনিষ্ঠা থাকলেও মমতার অভাব রয়েছে।

৪। ইহা বিধি মার্গীয় ভক্তদের চরম প্রপ্তির স্থান সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয়।

প্রেমভক্তি অর্থাৎ **প্রীতিমিশ্রিত ভক্তির কথা থাকায়** শ্রীমন্মহাপ্রভু এখান থেকে ক্রমে **'এহো হয়'** বললেন।

(ছ) দাস্য প্রেম

১। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভগবৎ প্রেম যখন সেব্য ও সেবকের মধ্যে অন্তরঙ্গ আসক্তি বা মমতা যুক্ত হয়, তখন তাকে দাস্য প্রেম বলে।

২। ইহা মমতাশূন্য শান্ত প্রেম হতে শ্রেষ্ট।

৩। এতে ইষ্টে নিষ্ঠা ও **মমতা** রয়েছে কিন্তু 'ভগবানে প্রভু' বুদ্ধিজনিত একটি 'ভয়' বা 'সম্ভ্রম' রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগোদ্রুমধামে সপ্তদিবসব্যাপী গৌরকথা আলোচনা

সংগ্রাহক ঃ- ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দিবস (সকাল)

"যঃ কোলরূপধৃগহো বরণীয়মূর্ত্তি
গুপ্তে কৃপাঞ্চ মহতীং সহসা চকার।
তং ব্যাসপূজনবিধৌ বলদেবভাবা-
ন্মাধ্বীকযাচনপরং পরমং স্মরামি ॥"২০

শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করে সপ্ত প্রহর পর্যন্ত 'সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ করেন, একদিন বরাহের আবেশে 'শূকর শূকর' বলে চিৎকার করতে করতে বরাহরূপ ধারণপূর্বক মুরারি গুপ্তের গৃহে উপস্থিত হন, যেখানে একটি জলপূর্ণ পাত্রকে পৃথিবী উত্তোলনের ন্যায় দশন দ্বারা জলপান করেছিলেন। মুরারি শঙ্কিত হলে শ্রীরামচন্দ্র রূপে র্দশন দেন এবং তিনিই স্বয়ং হনুমান ছিলেন তা স্মরণ করান।

''বরাহ আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে।।''

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৯)

মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ব্যাসপূজা করবেন স্থির করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলদেব তত্ত্ব। প্রভু বলদেবের ভাবে আবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশিত হয়ে মদ্য প্রার্থনা করলেন এবং সকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গঙ্গাজল প্রদান করলে মহাপ্রভু তা পান করেন।

''নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥''

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।৩৭)

শ্রীব্যাসপূজার্থে বলরামভাবাবেশহেতু মদ-যাচ্ঞাকারী সেই পরমতত্বকে আমি স্মরণ করি।

"অদ্বৈতচন্দ্রবিভুনা সগণেন ভক্ত্যা
নিত্যঞ্চ কৃষ্ণমনুনা পরিপূজ্যতে যঃ।
শ্রীবাসমন্দিরনিধিং পরিপূর্ণতত্ত্বং
তং শ্রীধরাদিমহতাং শরণং স্মরামি ॥" (২১)

শ্রীবাস অঙ্গন ছিল সংকীর্তন রাসস্থলী। অদ্বৈতাচার্য্য নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন। অন্তর্যামী প্রভু আচার্য্যের হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার ইচ্ছায় নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমনপূর্বক উপস্থিত হলে প্রভুর অপূর্ব মহৈশ্বর্য দর্শন করে নির্বাক ও স্তব্ধপ্রায় হয়ে গিয়ে ''নমোব্রহ্মণ্যদেবায়'' উচ্চারণপূর্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনাভি শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করেছিলেন। মহাপ্রভুর আশায় অদ্বৈতচার্য্য নৃত্যে বিভোর হয়ে রইলেন।

"অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণবসকল।
আনন্দসাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৬।১৫৬)

মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার লীলার পর নগরকীর্তন সহযোগে শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত দরিদ্র শ্রীধর কলা,

থোড় বিক্রি করে নিজের প্রয়োজনের অর্থ রেখে বাকীটা গঙ্গাপূজায় প্রতিনিয়ত ব্যয় করতেন। মহাপ্রভু নানা আছিলায় ঐ সব দ্রব্য কেড়ে নিতেন এবং কলহ লীলা করতেন। শ্রীধরের সে ফুটো লৌহ পাত্রে জল তিনি 'ভক্তদত্ত' জল বলে পান করলেন। ভগবান জনার্দন ভাবগ্রাহী। তিনি হৃদয়ের নিষ্কপট সেবা গ্রহণ করে ভক্তের মর্যাদা ও আদর করে শিক্ষা দিলেন।

''খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্যসীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৯২)

''শ্রীবাসপাল্যং যবনং বিশোধ্য
চক্রে সুভক্তং স্বগুণং প্রদর্শ্য।
প্রেম্ণা সুমত্তো বিষয়াদ্বিরক্তো
যস্তং প্রভু গৌরবিধুং স্মরামি ॥'' ২২

শ্রীবাস অঙ্গনের নিকটস্থ এক দর্জি ছিলেন। তিনি জাতিতে যবন সম্প্রদায়ের ছিলেন। মহাপ্রভু নৃত্য দর্শন করতেন। তিনি প্রেমে মত্ত হয়ে বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে পড়েন। প্রভু তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করিয়ে শুদ্ধ করে উত্তম ভক্তের সম্মান দিলেন।

''শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩১)

এইরূপ উত্তমভক্তিদাতা শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থশাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হ'ন না।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ-মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম 'অধিমাস'। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন—অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ হরি ভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয়-বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক,—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ়চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ শাস্ত্র বলেন,—হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্‌গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন কর—সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ-মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক নিজ-দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে ''পুরুষোত্তম'' বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে ''পুরুষোত্তম'' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটি নিষ্কাম। যিনি অকাম বা

সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-লাভে সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

''পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্ ॥''

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদগ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গলী-তণ্ডুল, ঊড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কালশাক মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃতদুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকীফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য,—এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটিফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি ডাল, তিল, তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমি-জাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—আমিষ-মধ্যে গণিত। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তম-মাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লসুন, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শাজনা, এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে। কার্ত্তিক এবং মাঘেও এই সকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিনপ্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন-ব্রতীর পক্ষে যেটি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম-শিলার অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যজ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিকক্রিয়া পুরুষোত্তম মাসে দীপ দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

এই ব্রত-উদযাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন, —হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদযাপন ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতো-ভদ্র রচনা করিবে। চারিটি কলস মণ্ডলোপরি স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র বেষ্টিত পান দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গপারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে। চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে। ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র,—

''দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতং হরে ॥''

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥"

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন-মন্ত্র এই,—

"নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকারমণং প্রেম্ণা কোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ॥"

অথ ধ্যান-মন্ত্র,—

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্নরচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ-বৃন্দাবনে সুন্দরম্ ॥
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্‌রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্ ॥"

ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্ ॥"

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্যপাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃতপায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্‌যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত সর্ব্ব-বর্ণধর্ম্ম-পরায়ণ ধার্ম্মিক-লোকের পালনীয়। গ্রন্থশেষে নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

"ভারতে জনুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্ম জন্মনি।
পুত্রমিত্র কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্ ॥
বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্ ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন সংসেব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব-সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থ-ফলদায়কঃ ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকা-প্রিয়ম্ ॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরা-প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যাঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥"

ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, সেই দুর্ভগাগণ জন্ম-মরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই পুরুষোত্তম-মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা-বাক্য আলাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না। বিত্ত-শাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ-রাজগণ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা—সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধন-ধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটি পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য-মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। নবঘন-দ্বিভুজ-মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাস যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

পারমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল—স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-

ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ-ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি-দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ-সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন; যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

''ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ ॥''

যাঁহাদের মতি ভক্তি-পূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা; সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

''এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তিরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
স্যাদিচ্ছেষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥''

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণস্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয়-পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা কোন বিশেষভাবের সহিত করিতে করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে ঐকান্তিক-ভক্তদিগের বিধি-বাধ্য-ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তিভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত-ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্ত-ভাব-ভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস'—ভক্ত-মাত্রেরই প্রিয়মাস; যেহেতু ঘটনা-ক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না। ❑

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব

সংগ্রাহক—বিচিত্রাঙ্গী দাসী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬১তম শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৭ই আগষ্ট, শনিবার ২০২০ বিকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরুপূজার অধিবাস দিবসের অধিবেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচিত হয়। নাট্যমন্দিরের শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সুসজ্জিত আসন এবং তার পার্শ্বেই শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আসন নির্দিষ্ট হয়। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দের নৃত্য ও কীর্ত্তন দ্বারা অধিবাস পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সকল মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বৈকাল ও রাত্রে শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় ভক্তবৃন্দের নৃত্য ও কীর্ত্তনের দ্বারা অধিবাস কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীগুরুপূজা বাসরে ভাষণ প্রদান করছেন শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

পরদিন ৮ই আগষ্ট রবিবার মঙ্গলারতি, পরিক্রমা এবং

বৈঠকী কীর্ত্তনের অন্তে শ্রীগুরুপূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সন্ন্যাসীবৃন্দ ও ভক্তগণ পুষ্প মান্য, চন্দন সহযোগে শ্রীগুরুদেবের অর্চনান্তে নাট্যমন্দিরের নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হন। সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পরিচালনায় শ্রদ্ধাঞ্জলী পর্ব আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে সকল সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং মহিলাভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। তারপর শ্রীগুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন এবং অন্তে গুরুপূজা ও আরতি করা হয়। সকল ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেন। শ্রীগুরুদেবের করকমলে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের 'বন্দনা' পুস্তকটি English-এ প্রকাশিত হয়, ভক্তদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, ঐ দিন রাত্রে ও ভক্তরা শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। এই ভাবে গুরুপূজা মহোৎসবের সমাপ্তি হয়। ❑

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

সংগ্রাহক—বিচিত্রাঙ্গী দাসী, কলকাতা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১১ই আগষ্ট, ২০২০ থেকে ১৩ই আগষ্ট, ২০২০ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব পালিত হয়।

১১ই আগষ্ট, মঙ্গলবার ২০২০ বিকেল ৪টা থেকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস মহোৎসব আরম্ভ হয়।

ভাগবত ধর্মসভার একটি দৃশ্য

ভোর সাড়ে তিনটা থেকে বৈঠকী কীর্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, পরিক্রমা সমূহ চলতে থাকে। একশ এক বছর ধরে এই উৎসব পালন করা হচ্ছে। মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পরিচালনায় বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫ঘটিকায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী স্থানীয় বিধায়িকা শ্রীমতি ডঃ শশী পাঁজা উপস্থিত ছিলেন। চন্দন ও পুষ্পমালা দিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীগণকে এবং অতিথিকে সম্মানিত করা হয়। সেবাসচিব শ্রীপাদ পুরী মহারাজ অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ এবং প্রচারক শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন। ডঃ শশী পাঁজা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃষ্ণভক্তির প্রয়োজন আছে আলোচনা করেন। তারপর 6.30 PM-এ পরমারাধ্যতম গুরুদেব

নন্দোৎসবে সর্বসাধারণে প্রসাদ বিতরণ করছেন শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ।

ভাষণে ''সর্ব্বোদ্ভুত চমৎকারিতা লীলা কল্লোলবারিধী'' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চারটিগুণের চমৎকারিতা সুন্দর ও সহজভাবে বর্ণন করেন। তারপর কৃষ্ণের মহিমাসূচক কীর্তন এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পরদিন ১২ই আগষ্ট বুধবার ভোর ৩-৪৫মিঃ থেকে কীর্ত্তন শুরু হয়। অতঃপর সকাল ৭টা থেকে শ্রীশ্রীলগুরু

গোস্বামী ঠাকুরের উপস্থিতিতে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে 'নগর সংকীর্ত্তন' পূর্বপূর্ব বৎসরের রীতি অনুসারে মঠ থেকে বের হয়ে পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তারপর শ্রীলগুরুদেবের আরতি, বৈঠকী কীর্ত্তন, অন্তে মঠবাসী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পারায়ন করেন। বেলা ২টার সময় সকল সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং উপস্থিত বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীলসনাতন গোস্বামী বিরচিত ''শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব'' পাঠ করেন। শ্রীমন্দির এবং নাট্যমন্দির বিভিন্ন পুষ্প, ফুলমালা পাতা এবং আলোকমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় আয়োজিত ধর্মসভায় পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি বাসর, উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। প্রবীন বিভিন্ন সন্ন্যাসীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী সংক্রান্ত হরিকথা পরিবেশন করেন। অতঃপর শ্রীলগুরুদেব হরিকথা পরিবেশন করেন। 'শ্রীশ্রী প্রেমবিবর্ত্ত' নামক গ্রন্থটি শ্রীলগুরু গোস্বামী ঠাকুরের করকমলে প্রকাশিত হয়। তারপর রাত্রি ১০ ঘটিকায় 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব লীলা' কীর্ত্তন। মুনি বলে—শুন রাজা অদ্ভুত বানী, এখানে কহিব—'কৃষ্ণজন্ম কাহিনী' কীর্ত্তন নৃত্য ও গীতে চারিদিকে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীনন্দ মহারাজের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। রাত ১টায় ভক্তগণকে অনুকল্প প্রসাদে বিতরণে তৃপ্ত করা হয়। পরদিন ১৩ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার নন্দউৎসবের দিন। সকাল থেকেই কীর্ত্তনে মেতে ওঠেন ভক্ত এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ। শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় ''কোথা গেল নন্দ ঘোষ হের দেখ আসি'' অনুষ্ঠান প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও সকলকে আনন্দ দান করে। ভক্তরা অভিনয় প্রদর্শন, লাঠিখেলা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষ্ণের নন্দোৎসবকে অতিমনোগ্রাহী করে তোলে। তারপর দুপুর ১টা থেকে ভক্তদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় ও জন্মাষ্টমী উৎসব সমাপ্ত হয়। ❑

বাগবাজার মঠে শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীমদ্ভাগবত কথাসপ্তাহ

সংগ্রাহক—শ্রী প্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা।

অনান্য বৎসরের ন্যায় এবছরও গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ২৬শে আগষ্ট, ২০২০ বুধবার শক্তিতত্ত্বের অংশিনী শ্রীরাধাঠাকুরানীর জন্মতিথি মহোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ঐদিন ১২ ঘটিকায় রাধারানীর মহিমা সহজ, সরলভাবে গদগদ চিত্তে ব্যাখ্যা করেন। দুপুরে অভিষেক আরতি অন্তে দেবদুর্লভ শ্রীরাধাঠাকুরানীর শ্রীচরণ সর্বসাধারণকে দর্শন করান হয় ও সকল ভক্তগণকে অনুকল্প বিতরণ করা হয়। পরদিন ২৭শে আগষ্ট, ২০২০ বৃহস্পতিবার থেকে ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২০ বুধবার পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত কথাসপ্তাহ পালিত হয়। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত কথা পরিবেশন করেন মিশনের অপর সেবাসচিব ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ এবং প্রতিদিন বৈকাল ৫ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৭ঘটিকা পর্যন্ত পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ স্বমুখনিঃসৃত অমৃতময় ভাগবতের বাণী শ্রবণ করিয়ে সংসারক্লিষ্ট জীবদেব মঙ্গলবিধান করেন। সবশেষে শ্রীমদ্ভাগবত পূজা, আরতি পরিক্রমা অন্তে বাষিক হরিস্মরণ মহোৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহে শ্রীমদ্ভাগবত কথা পরিবেশন করছেন শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/09/2020

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (২) সাধক মৌলিরত্ন (৩) ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৫) শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। (৭) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) (৮) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (৯) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১০) আমার প্রভুর কথা (১১) গোলোকের পথে (১২) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর (১৩) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ) (১৪) শ্রী হরিনাম চিন্তামনি। ইংরাজী ভাষায় (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২) Srimad Bhagavat arka Marichimala (৩) The Bhagabata (৪) Divine Discourses । হিন্দি ভাষায় (১) শ্রীচৈতন্য দেব (২) শ্রীল প্রভুপাদ ৩) শ্রীশিক্ষাষ্টক (৪) কুরুক্ষেত্র মে শ্রীল প্রভুপাদ (৫) ভক্তধ্রুব (৬) গৌড়ীয় দর্শন (৭) ভজন সংগ্রহ—শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org